

ঘোষণা

আমি 'রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য (২০২০ পর্যন্ত) : প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক আশিস রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয় নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

তারিখ : ০২/০২/২০২৩

সমীরণ বেরা

(সমীরণ বেরা)

গবেষক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

১

ড. আশিস রায়

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়



"সমানোন্মত্তঃ সমিতিঃ সমানী"

Accredited by NAAC With grade B++

রাজা রামমোহনপুর

দার্জিলিং ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

M ashisroy@nbu.ac.in

৯৮০৪৯২৩১৮২

স্মারক সংখ্যা :

তারিখ :

CERTIFICATE

This is to certify that, Samiran Bera has prepared his Ph.D. thesis entitled 'রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য (২০২০ পর্যন্ত) : প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা' Under my supervision for the award of Ph.D. Degree of the University of North Bengal. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the Said thesis.

I further certify that this thesis has not been submitted in this form to any other University or Institution previously for Ph.D. Degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit, fit to be adjudicated for the award of Ph.D. Degree by the University of North Bengal.

Date :

(Ashis Roy)

Supervisor

Department of Bengali
University of North Bengal

Asst. Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য (২০২০ পর্যন্ত) : প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা

বিষয় বিবরণী (Statement of the problem/Area of the subject)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্রের অনন্যদামঙ্গল অর্থাৎ কাব্যসাহিত্যে আমরা প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যার নানান বাস্তব ছবি প্রত্যক্ষ করেছি। এই প্রান্তিক মানুষদের অবস্থান ও জীবনের চাওয়া-পাওয়ার ছবি একুশ শতকে এসেও খুব একটা বদলায় নি; তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে। “টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশি” থেকে “আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে” – নিতান্তই সাধারণ অথচ প্রান্তিক মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। বাংলা কথাসাহিত্যেও বারবার প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রান্তিকবাসী পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজশ্রেণির জীবনের চলচ্ছবি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের দৈনন্দিন জীবনের লড়াইয়ের কথা প্রকট রূপে ধরা পড়েনি একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে তাঁদের রচনায় প্রান্তিক মানুষের কথা আমরা পেয়েছি তবে তা শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক কিষ্কা বিভূতিভূষণের রচনার মত প্রাঞ্জল নয়। পরবর্তীতে আমরা একেবারে স্বাধীনোত্তর কালের কথাসাহিত্যে দেশ ভাগের যন্ত্রণা সহ প্রান্তিক মানুষের জীবন সংকটের অন্য মাত্রার এক প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করি। আমাদের আলোচ্য কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় একুশ শতকের বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত সুপরিচিত একজন আখ্যানকার। রামকুমারের শৈশব – কৈশোর কালের যাপিত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বারবার ফিরে এসেছে যা তাঁর রচনাকে একাধারে করেছে বাস্তবধর্মী এবং অন্যধারে হয়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার মূলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার গ্রাম্য প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যার প্রত্যক্ষ রূপায়ন।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ‘চারণে প্রান্তরে’ থেকে ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ কিষ্কা ‘হর- পার্বতী কথা’ উপন্যাসগুলিতে আমরা প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যার নানা ছবি প্রত্যক্ষ করেছি। আবার তাঁর ছোটগল্পের সম্ভারে এই প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার ছবি, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি লক্ষ্য করে থাকি। আমরা আমাদের এই গবেষণায় রামকুমারের রচনায় মধ্যযুগের বাঙালি থেকে বিংশ শতাব্দীর আশির দশক হয়ে একুশ শতকের প্রান্তিক বাঙালির জীবনের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের জীবন সংগ্রাম, সংস্কার, বিশ্বাস তথা সামগ্রিকভাবে তাদের জীবনচর্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

নিবেদন

বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে একবিংশ শতাব্দীর দুই দশক সময়কাল ধরে আজ অবধি নিরন্তর সাহিত্য সাধনায় মগ্ন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়। গবেষণা কার্য শুরু করার আগে পর্যন্ত তাঁর বিষয়ে খুব একটা জানা ছিল না। গবেষণা শুরু করতে গিয়ে তাঁকে পড়া ও জানার আগ্রহ তৈরী হয়েছে। সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সব লেখার ধরণ খুব একটা সোজা নয় বরং তাকে বুঝতে গেলে প্রথমে হেঁচট খেতে হয়। তবে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখায় প্রবেশ করলে তার থেকে বেরিয়ে আসাও মুশকিল। মানুষ হিসেবে তিনি অমায়িক। এ হেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেয়ে আমি আশুত ও ধন্য।

গবেষণার সুযোগ থেকে বিষয় নির্বাচন সহ গবেষণার প্রতিটি স্তরে অকুষ্ঠ সহযোগিতা, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে যেভাবে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আশিস রায় সাহায্য করেছেন তা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই। তিনি নানা সময়ে নানা খুঁটিনাটি তথ্য, মতামত, পত্রপত্রিকা ও পুস্তক প্রদান করেছেন এবং তাঁর যত্নশীল তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্মটি গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। অধ্যাপক আশিস রায় ও তাঁর সহধর্মিণী টুম্পা রায়ের স্নেহাদর, আন্তরিকতা ও অতিথি পরায়ণতা আমাদের যুগপৎ মুগ্ধ করেছে ও চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। তাঁদের অপরিশোধ্য ঋণ গবেষণাকার্য স্থাপনের পূর্বে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পারিবারিক আবহ ও উক্ত বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা সহ বিভাগীয় প্রধানের মূল্যবান পরামর্শে ব্যক্তিগতভাবে ঋদ্ধ হয়েছে এবং আমার গবেষণার কাজে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি সেই সব কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের যাঁরা কোনো না কোনো ভাবে আমার এই গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন।

গবেষণা হল নিরলস, আপসহীন ও নিরন্তর অনুসন্ধান। এই গবেষণা কার্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পুস্তকের প্রয়োজনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতা

পেয়েছি। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যবৃন্দদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার দিয়েই সাহায্য করেন নি, একাধিক সময়ে দূরাভাষের মাধ্যমেও তাঁর গ্রন্থ ও বিষয় নিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তিনি সর্বদাই শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই কথাও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রাজ্ঞ, বিনয়ী, আলাপী সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস মহাশয়কে যিনি আমাকে আমার জীবনের নানা পর্যায়ে ও সারস্বত বিদ্যা চর্চায় উৎসাহিত করেছেন।

গবেষণাকর্মের এই তিন বছর ধরে আমার জীবনসঙ্গিনী অধ্যাপিকা ড. পিয়ালী ঘোষ ও কন্যা প্রস্মিতা বেরা আমাকে আমার পড়াশোনা করার সুষ্ঠু পরিসর গড়ে দিয়েছে। সহোদরাসমা শ্রাবস্তী বর্মণ ও মল্লিকা ষন্নিগ্রহী আমার গবেষণাকর্মে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া চাকুরিরত অবস্থায় নিত্যদিন আমাকে গবেষণাকর্মে উজ্জীবিত করেছেন পিতৃসম অধ্যাপক ড. প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর সহধর্মিনী মাতৃসমা শিক্ষিকা শুল্লা ঘোষ। প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যাকে উপেক্ষা করে আমাকে আমার গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন সন্দীপ দা (সন্দীপ বিশ্বাস) ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগের কর্মী আমার শ্রদ্ধেয় অনুপ দা (অনুপকুমার সাঁতরা)। এঁদের প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, বড়দের প্রণাম ও ছোটোদের স্নেহ।

সকলের অকৃপণ সহায়তা সত্ত্বেও গবেষণা-সন্দর্ভে কিছু ব্যক্তিগত মুদ্রণ ত্রুটি ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি থেকে গেলে সেই সব ব্যক্তিগত দায় নিতান্তই আমার। পরমেশ্বরের অসীম কৃপায় নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গবেষণার সুযোগ থেকে কাজটি যথাসম্ভব সম্পন্ন করতে পেরেছি; পরমেশ্বরকে আমার অশেষ ভাষাহীন ধন্যবাদ, বিগলিত ভক্তিচিত্তে সহস্র কোটি প্রণাম।

তারিখ : ০৭/০৭/২০২৩

সমীরণ বেরা

(সমীরণ বেরা)

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়